আন্তর্জাতিক সেমিনার-২০২২

বিষয়

‘প্রবাসীদের প্রত্যাশা’

প্যারিস, ফ্রান্স

ফ্রান্সের প্যারিসে আন্তর্জাতিক সেমিনার-২০২২

বিষয় : 'প্রবাসীদের প্রত্যাশা'

তাইজুল ইসলাম ফয়েজ

যখন আমরা প্রবাস জীবন অতিবাহিত করি তখন আমরা সেই দেশেও বিদেশি আবার নিজের দেশেও বিদেশি। অভিধান-এর ভাষায় প্রবাসীদের সংজ্ঞা দিতে গেলে শুধু এক লাইনে বলতে হয়, যারা নিজ দেশের সমৃদ্ধির জন্য অন্য দেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করেন বা দেশের স্বার্থে কাজ করেন তারাই প্রবাসী। প্রবাস একটি রঙিন জীবনের নাম। অবশ্যই তা বাইরের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু একজন প্রবাসী মাত্রই উপলব্ধি করেন স্বীয় আন্তরিক অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলী। তাই তো প্রবাস জীবন আকর্ষণীয় হলেও পেছনে থাকে অন্যকিছু। কেউ হয়তো কর্মজীবনের কিছু সময়ের জন্য প্রবাসী হন, আবার কেউ সারা জীবন কাটাতে। এ জীবন কারো জন্য সুখের, কারো জন্য দুঃখের। দেশ থেকে মানুষ বিদেশ যায় দেশের মানুষগুলোকে ভালো ও আনন্দে রাখার জন্য। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এই প্রবাসীদের রয়েছে অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা।

আমাদের কাছে তারাই প্রবাসী, যারা দেশ থেকে বিদেশে গমন করেন। অথচ আমরা একটি বারও ভাবিনা, তাদের এ দেশ ত্যাগ করার প্রয়োজনটাই বা কী? আপন জায়গা ফেলে একটু ভালো থাকার জন্য প্রবাসে চলে যাওয়ার মধ্যে যে জীবনের সার্থকতা নেই; অথচ অসংখ্য অগণিত মানুষ প্রবাসেই খোঁজে নেয় জীবনের আনন্দ। বিশেষ করে, আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের অভাব বলে, বিদেশের মতো সুযোগ-সুবিধা নেই বলে কিংবা কর্মক্ষেত্রে মূল্যায়নের অভাবে অসংখ্য মানুষ পাড়ি দেয় প্রবাসে। এই কারণগুলোও থাকতো না, আমরা যদি আমাদের দেশের ভেতরের, দেশের মানুষদের জন্য যদি সঠিক উপায়ে সুষ্ঠু কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি করতে পারতাম। এ নিয়ে আসলে একার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়, কাজ করতে হবে সরকারকেও। ব্যক্তি মানুষকেও বুঝতে হবে প্রবাসীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলী। প্রবাসীদের সম্পর্কে কবি অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন :

'মা ভাই বোন স্ত্রী সন্তান সব দেশে ফেলে
ভাগ্য চাকা ঘুরাতে গেছে দূরদেশে চলে।
দিনে ঝরে গায়ের ঘাম রাতে চোখের জল
ভবিষ্যতের স্বপ্নে ওরা বাড়ায় মনের বল।'

এই প্রবাসী শব্দের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা। প্রবাস থেকে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বে জনমত গঠনে কাজ করেছিলেন। তাঁরা সেখান থেকে প্রবাসী সরকারকে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। এটা প্রবাসীদের এক অনন্য অর্জন ছিল; যা আমাদের চিন্তা এবং চেতনার দ্বারকে আজো শানিত করে তোলে। অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও এই হতভাগা প্রবাসীরা স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র স্বাদ পায়নি।

প্রবাসীরা তাদের ঘাম ঝরানো রেমিট্যান্স মাস শেষ হওয়া মাত্রই বাংলাদেশে প্রেরণ করে দেয়। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যমতে, রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ ব্যয় হয় দৈনন্দিন খরচের খাতে। এতে ওই পরিবারগুলো দারিদ্র্য দূর করতে পারে। রেমিট্যান্স পাওয়ার পরে একটি পরিবারের আয় আগের তুলনায় ৮২ শতাংশ বাড়ে। রেমিট্যান্স সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে বিনিয়োগের মাধ্যমে। অধিকাংশ প্রবাসীদের পরিবার-পরিজন গ্রামে বসবাস করেন। ফলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় ও সঞ্চয় বাড়ার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতির কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বাড়ছে।

প্রবাসীরা রেমিটেন্স প্রবাহের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সচল রাখে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হল রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ আমদানী নির্ভর দেশ হওয়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয় রিজার্ভ রাখে যা জাতীয় অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত রাখে। একটি জরিপ থেকে জানা যায়,

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬.৯৩ লক্ষ মানুষ কাজের সন্ধানে বিদেশ গমন করেছে
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪.৭৮ লক্ষ মানুষ বিদেশ গমন করে।

➲ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রবাস যাওয়া অনেকটা স্থিমিত হয়ে তবুও প্রায় ২.৫ লাখ মানুষ প্রবাসে গমন করে।

➲ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মাত্র কোভিড-১৯ এর অবস্থা থেকে বিশ্বের মুক্তি হলে এখন ৪ লক্ষ বাংলাদেশি বিদেশ গমন করেছে। এই সংখ্যাটি একটি জরিপের হলেও এটা আপাতত ধারণা করা যায়, প্রবাসীরা কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেমিট্যান্স পাঠাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

দেশের অর্থনৈতিক খাতে প্রবাসীদের অবদান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ প্রবাসে রয়েছে তাদের প্রেরিত অর্থ দিয়েই বাংলাদেশ নতুন সিংগাপুর বা এশিয়ার টাইগার ইকোনোমির দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এজন্য দেখা যায়, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪৯৮১.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল তার পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি খাত সবার শীর্ষে থাকলেও সার্বিক বিচারে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান তথা মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে কম। কারণ পণ্য রপ্তানি বাবদ যে অর্থ উপার্জিত হয় এর একটি বড় অংশই কাঁচামাল আমদানিতে চলে যায়। কিন্তু জনশক্তি রপ্তানি খাত এমনই এক অর্থনৈতিক খাত যার উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণে রপ্তানি হয়, তার চেয়ে বেশি আমদানি হয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় ঘাটতি হচ্ছে। রফতানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ বাড়ায় এ ঘাটতির পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। এ ঘাটতি মেটাতে রেমিট্যান্স বড় ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট আমদানির মধ্যে ২৭ থেকে ৩০ শতাংশ ব্যয় মেটানো হচ্ছে রেমিট্যান্সের অর্থ দিয়ে।

দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ :

অর্থবছর	রেমিট্যান্স এর পরিমাণ (মি.ড)
২০১১-২০১২	১২৮৪৩.৪৩
২০১২-২০১৩	১৪৪৬১.১৫
২০১৩-২০১৪	১৪২২৮.৩২
২০১৪-২০১৫	১৫৩১৬.০৯
২০১৬-২০১৭	১৪৯৩১.০০
২০১৭-২০১৮	১২৭৬৯.৫
২০১৮-২০১৯	১৪৯৮১.৬৯
২০১৯-২০২০	১৮৪১৯.৬৩
২০২০-২০২১	১৫৪১৯.৪১
২০২১-২০২২	২৪৫৭১.২৩

এটি একটি মৌলিক পরিসংখ্যান; যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবাসীদের অবস্থান এবং অবদান দুটোই নির্ণয় করা যায়। আপাতত দৃষ্টিতে এটা বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা, প্রবাসীদের মাধ্যমে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়। এটা এ কারণে বলা যে, শুধু চলতি বছরে এপ্রিল মাসে ২.১ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছে প্রবাসীরা। দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২ থেকে ২.৫ কোটি মানুষ প্রবাসীদের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৬৫টি দেশে ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী। সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্যের লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে যদি এ সংখ্যা ১ কোটি হয়; যদিও তার চেয়ে বেশি কর্মী আছেন, তবুও বলা যায়, বর্তমান সময়ে এটা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ কারণেই বাংলাদেশের প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বৈদেশিক রিজার্ভের মূল উৎস।

প্রবাসীদের হয়রানি

প্রবাসীরা নিজেদের দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের টান ত্যাগ করে বাংলাদেশের জন্য কাজ করে থাকেন। অথচ তাদেরকেই নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। আর বাংলাদেশে প্রবাসীদের হয়রানির শিকার হয় শুরু থেকেই। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী ফেনীর এক লোকের মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে যেতে খরচ হয়েছে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা; অথচ সেখানে সরকার নির্ধারিত খরচ রয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এই যদি হয় অবস্থা, তবে দেশের মানুষ তথা বিশ্ববাসী বাংলাদেশীদের উপর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একজন লোককে মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো দেশে যেতে হলে বাংলাদেশের তুলনায় ৪ থেকে ৫ গুণ টাকা কম লাগে। কিন্তু বাংলাদেশে এর খরচ শুনে চক্ষু কপালে উঠার মতো অবস্থা হয়। আর বেসরকারি এজেন্সিদের দৌরাত্ম্যের কারণেই এসকল সমস্যার উদ্ভব হয়। বাংলাদেশ বিমানবন্দরে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয় প্রবাসীরাই, বিদেশের বিমানবন্দরগুলোর কথা তো নাই বললাম। পাসপোর্ট তৈরি থেকেই আমাদের হয়রানি শুরু হয়। দালালদের দৌরাত্ম্য, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের স্বার্থ হাসিলের নানারকম ফন্দি-ফিকির প্রবাসীদের অন্তরকে বিষিয়ে তোলে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিও প্রবাসীদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিমানের টিকেটের মূল্য বৃদ্ধিসহ সঠিক সময়ে বিদেশে এসে নির্ধারিত কাজ না পাওয়া, বাংলাদেশ মিশনগুলোর গাফলতি, সীমাহীন দুর্নীতি এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে প্রবাসীরা বিদেশে এসেও নানারকম হয়রানির শিকার হন, যা সত্যিই দুঃখজনক।

প্রবাসীদের দাবিসমূহঃ

০১. জন্ম নিবন্ধন ও ভোটার আইডি কার্ডসহ অন্যান্য ডকুমেন্টসের সংশোধনের জন্য দূতাবাসে বিশেষ সেল চালু করা হোক।

০২. প্রবাসীদের মৃতদেহ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ ফ্রিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা এবং প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে যে অর্থ প্রদান করা হয় মৃতদেহ সরবরাহ করার জন্য সেই বিলটি পরবর্তীতে প্রদান করা হয়। বিধায় এক শ্রেণির দালাল লোকেরা দুর্নীতি করার সুযোগ পেয়ে যায়। মৃতদেহের সরবরাহের জন্য প্রদানকৃত টাকা যেন আগেই সঠিক লোকের কাছে পৌঁছানো হয়; বিশেষ করে তার পরিবারের লোকদের কাছে পৌঁছানো উত্তম। কিছু কিছু দেশে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, চাঁদা করে লাশ প্রেরণ করা হয়েছে দেশে। পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত বিলটি ব্যক্তি বিশেষের পকেটে কৌশলে চলে যায়। এটাকে রোধ করতে ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ড এর ক্ষতিপূরণের টাকা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রদানের শর্তগুলো আরও সহজ করতে হবে যাতে পরিবারটি সহজে ক্ষতিপূরণের টাকা পায়।

০৩. সকল প্রবাসীর রেমিট্যান্স প্রেরণের ওপর ভিত্তি করে প্রবাসী পেনশন স্কিম চালু করার দাবি জানাচ্ছি।

০৪. প্রবাসীর স্বাস্থ্যবীমা (মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স) নিশ্চিত করে প্রবাসে এবং দেশে স্বল্প খরচে ভালো মানের হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৫. দেশে সরকারিভাবে প্রতিটি জেলায় এবং উপজেলায় প্রবাসী হাসপাতাল করার দাবি জানাচ্ছি। যেন প্রবাসী পরিবার স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন।

০৬. প্রবাস থেকে দেশে ফেরত কর্মীদের স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

০৭. নারী কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের জন্য এজেন্সিগুলো নির্ধারিত বয়স ও তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা অভিজ্ঞ, সৎ অফিসার দিয়ে তদারকি করা, গাফিলতি থাকলে এজেন্সির বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া।

০৮. প্রবাসে অসহায় নারী শ্রমিকদের জন্য দূতাবাসের আশ্রয় কেন্দ্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে, তাদের অল্প সময়ের মধ্যে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

০৯. প্রবাসী শ্রমিকদের মরদেহ দেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে দূতাবাসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

১০. প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দূতাবাসের আইনি পরামর্শ ও সহায়তা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করা।

১১. পাসপোর্ট নবায়ন করার জন্য আগের মত কনস্যুলেট সেবা চালু করা, প্রবাসী সেবাকেন্দ্রগুলির সেবার মান বাড়ানোর ব্যাপারে দূতাবাসের অফিসারদের দিয়ে দৈনিক মনিটরিং করা।

১২. প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য দূতাবাস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি বাংলা স্কুল চালু রেখে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করলে নতুন প্রজন্ম বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

১৩. বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী প্রবাসীদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা।

১৪. প্রবাসীদের সাথে যথাযথ সম্মানপূর্বক কথা বলা, প্রবাসী কল্যাণ ট্যাক্সকে শক্তিশালী করা, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এয়ারপোর্টের নিয়ন্ত্রণ এবং যেখানে প্রবাসীদের সমস্যা হবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা।

১৫. প্রবাসী কল্যাণ ট্যাক্সের মাধ্যমে বিশেষ সেল চালু করে তাদের লাগেজ গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৬. যে সকল রেমিট্যান্স যোদ্ধা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেশে টাকা প্রেরণ করেন তাদেরকে দেশে অবস্থানকালে পুলিশ প্রটোকলের ব্যবস্থা করা।

১৭. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে প্রকৃত অর্থে প্রবাসীদের কল্যাণে ব্যবহার করার সুব্যবস্থা করা। যাতে করে প্রবাসী কর্মীরা সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে প্রবাসে গিয়ে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যারা বিদেশে ব্যবসা করতে চান তাদেরকে যেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজশর্তে ঋণ দেওয়া

হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে যেন অ্যাপসের মাধ্যমে পরিচালিত করা হয়। এতে করে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি কমে যাবে।

১৮. বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত প্রবাসী আসন এর ব্যবস্থা করা।

১৯. প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রবাসী নীতি প্রণয়ন করা।

২০. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর মাধ্যমে প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় নির্মাণাধীন আবাসিক হোটেলকে অ্যাপসের মাধ্যমে প্রবাসীদের সেবায় নিয়োজিত করা।

২১. প্রবাস জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রবাসীরা দেশের বিভিন্ন সেক্টরে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

২২. প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সুবিধার্তে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা একটি বড় বাধা। তা নিরসনে আইনগত পরিবর্তন আনা।

২৩. প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিকদেরকে ডাটাবেজের অন্তর্ভুক্ত করা।

২৪. প্রবাসে ভিনদেশী নাগরিক দ্বারা বাংলাদেশী নাগরিক হামলার শিকার হলে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে আইনজীবী নিয়োগ করে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

২৫. দ্বৈত নাগরিক আইন বহাল রাখা। অন্যতায় প্রবাসে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে ভুলতে বসবে।

উপরোক্ত দাবি ও প্রস্তাবনাগুলো মেনে চলতে পারলে এবং যদি তা বাস্তবায়িত হয় তবে একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে প্রবাসীদের মধ্যে। আর যদি প্রবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে আদায় করা হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রবাসীদের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশে তাদের পরিবার বাজার কাঠামোতে অর্থ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

প্রবাসীদেরকে অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হয় বিদেশের মাটিতে। অথচ এ বিষয়টি আমাদের কখনো ভাবার সময় নেই। অথচ প্রবাসীদের রয়েছে ভিন্নতর অনুভূতি। তাদের অন্তরেও রয়েছে আবেগ-অনুভূতির মিশ্রণ। কয়েকটি বৈচিত্র্যময় বিষয়েই প্রবাসীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান বিবেচ্য করা সম্ভব–

দেশের প্রতি মমত্ববোধ

প্রবাসে থাকা একজন মানুষের সবচেয়ে বড় যে টান তা হলো নাড়ির টান। এই টানের কারণেই একজন প্রবাসীকে দেশ নিয়ে ভাবায়, ভাবায় তাকে ভালো কিছু নিয়ে তার দেশের কাছে, তার নাড়ির কাছে ফিরতে হবে। নইলে তার প্রবাস জীবন ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণে কেউ কেউ দেশ ত্যাগই করে না, জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে। এটা আসলে একটা হতাশার কারণ। এই কারণের মূল ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও বোঝা যায় একটা মানুষের দেশ, দেশের মানুষ নিয়ে তার কতটা টান, কতটা বন্ধন মিশে আছে। যে মানুষগুলো দেশে থাকে বা দেশে আছে তারা সাধারণত নাড়ির টানটা গাঢ়ভাবে অনুভব করতে পারে না। কেননা তারা দেশ দেখতে পাচ্ছে, দেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছে, আরো দেখতে পাচ্ছে মা, ইচ্ছে করলেই ক্লান্তি এলেই তারা তাদের মায়ের আঁচল পেতে জীবনের সব ক্লান্তি দূর করতে পারছে নিমিষেই। হতাশ লাগলেও মা সেই হতাশা দূর করারও চেষ্টা করছেন। এর থেকে মানসিক প্রশান্তির আর কিছু হতে পারে না। অথচ প্রবাসীরা দিনের পর দিন এই প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাদের কষ্টের কথা কেউ বুঝার ক্ষমতা রাখে না। ঠিক এভাবেই তারা দেশের মাটি এবং মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে দিনের পর দিন। তবুও তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। অনবরত পরিশ্রম করে যাচ্ছে দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু তবুও কমছে না দেশের প্রতি মমত্ববোধ; বরং দিনে দিনে দুঃখের সাথে কষ্টের সাথে বাড়ছে দেশের প্রতি মমত্ববোধ। অথচ প্রবাসের জন্য সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রবাসে দেশীয় মানুষ; যারা উচ্চ পর্যায়ে আছেন, তাদের অবস্থান থেকে অনেক কিছু করার রয়েছে। অন্তত একটু মানসিক প্রশান্তির জন্য।

প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ

প্রবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা কেউ দেখে না। প্রবাসীদের সুখ-দুঃখের কথা যদি বলি তবে আমি বলবো তাদের কোনো সুখ নেই বরং দুঃখেরও কোনো শেষ নেই। কেননা তারা না ঘুমিয়ে, সময়মতো না খেয়ে, ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবে তারাও সুখের কাঙাল। তারাও সুখ চায়। আর তারা তখনই সুখ পায় যখন কিনা তারা প্রবাস থেকে নিজের দেশে কিছু নিয়ে আসে বা প্রিয় মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারে তাদের কষ্টের টাকা। তারা তখন আনন্দ পায়, সুখে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাদের কাছে তখন মনে হয় তাদের প্রবাস জীবন সার্থক। সার্থক হয়ে উঠবারই কথা, তারা যে কারণে দেশ ছেড়ে প্রবাসে গিয়ে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে সে জীবনের যে মূল কথা ছিল তাদের বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা, স্ত্রী-সন্তানের জন্য ভালোভাবে জীবন কাটানোর জন্য কিছু সময় নিয়ে আসা এটাই যেন তাদের কাছে

বড় পাওয়া বলে মনে হয়।

মূলত প্রবাসীরা নিজের পরিবার-পরিজনের সুখকেই মনে করে নিজেদের সুখ। একটি অপার বিস্ময় থেকে তারা সুখের ফেরিওয়ালা হয়ে প্রবাসেই পড়ে থাকেন। শত দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা বুকে রেখে যখন প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনের কথা চিন্তা করেন, তখন কী একটিবারও ভাবা উচিত নয়–সেই মানুষটির কথা?

দেশে প্রবাসীদের গুরুত্ব

আমাদের দেশের কথা যদি আমি বলি তবে বলবো যে, আমাদের দেশে প্রবাসীদের কোনো গুরুত্ব নেই, আছে কেবলই অবহেলা। একজন প্রবাসী দেশের জন্য কাজ করতে গিয়েও যতটুকু অবহেলা সহ্য করে আত্মসম্মানের বোধ ত্যাগ করে কাজ করে সেটা আসলে আমাদের এই দেশ কখনোই বোঝেনি বা বোঝার চেষ্টা করেছে বলে তা ততটা স্পষ্ট মনে হয় না আমার কাছে কারণ আমার কাছে আমাদের দেশে প্রবাসীদের মূল্য শূন্যের কোটায়। যতদিন তারা সেবা দেয়, ততদিনই তারা প্রিয়জন। অথচ যে মানুষটি দেশের মানুষের জন্য নিজেকে শেষ করে ফেললো, তার কথা কী ভাবা উচিত নয়? অথচ তা কখনোই থাকে না দেশের মানুষের মাঝে। অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রবাসীদের ভাবনা

যারা প্রবাসে চলে গেছেন দেশ ছেড়ে তাদের আপন মানুষজন ছেড়ে তাদের ভাবনায় শুধু একটা ভাবনাই থাকে, আমার মা ভালো আছে তো! আমার বাবা ভালো আছে তো! আমার সন্তানরা ভালো আছে তো! এই ভাবনাগুলো তাদের আরো ভাবিয়ে তোলে যে, তাদের যত কষ্টই হোক না কেন তাদের উপার্জন করতে হবে। তখন তারা বুকে পাথর চাপা দিয়ে কাজে নেমে যায়, যে নেমে যাওয়ার মধ্যে আর কোনো দ্বিধা থাকে না, থাকে শুধু একটাই ভাবনা যে, আমাকে ভালো কিছু করে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। প্রবাসীদের ভাবনায় কেবলই জুড়ে থাকে এই আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল্গুধারা। কিন্তু বিপরীতে প্রবাসীরা বিভিন্ন সময়ে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে তির্যকবানে জর্জরিত হয়।

আমাদের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে ভাবতে হয়–প্রবাসীরাও মানুষ। তাদের প্রয়োজন আছে যথাযথ বিশ্রামের। কিংবা অসুস্থ হলে প্রয়োজন রয়েছে চিকিৎসার। পরিবার এবং সমাজের মানুষেরও রয়েছে অসংখ্য দায়িত্বানুভূতি। একজন প্রবাসী তার জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে দেয়–পরিবারের মানুষের সুখের জন্য। কোনো একটি ভুলে কিংবা প্রবাস থেকে কোনো কারণে খালি হাতে ফিরে এলে তাকে যেমন অবমাননা করা ঠিক নয়, তেমনই ঠিক নয়, তাকে অবহেলা করা। যে মানুষটি সারাটি জীবন নিজেকে উজার করে দিল, তার সামান্য দুর্দিনে কখনো উচিত নয় কঠিন কথা বলা।

আমাদের প্রবাসীরাও মানুষ। তাদেরও প্রয়োজন রয়েছে বহুবিধ। অথচ আমরা কখনো ভাবিনা তাদের প্রয়োজনের কথা। কেবলই নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করি। যা আমাদের নৈতিক চিন্তা এবং সত্তাকে নষ্ট করে তুলছে দিনে দিনে। অথচ তারা যদি একটু সহানুভূতি, আন্তরিকতা এবং দরদ পেতো, হয়ে উঠতো দেশের জন্য এক একটি হীরের টুকরো। অথচ আমাদের বিষিয়ে তোলার যে প্রবণতা, তা তো নষ্ট করেই সমাজ; আর রক্তাক্ত করে দেয় প্রবাসীর মন। সেও একটি সময় ভাবে–কাদের জন্য করলাম এতকিছু! আর করেই বা লাভ কী! অনেকেই তখন গুটিয়ে নেয় জীবন থেকে। যা কখনো হওয়া উচিত নয়।

আমাদের প্রবাসীরা এক একটি পরিবারের সম্পদ নয় কেবল; বরং দেশের অর্থনীতির চাকা সচলকারী একেকটি স্তম্ভ। সরকার কিংবা ব্যক্তি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের কারণে যদি এই স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে পুরো দেশ ও জাতি। তাই তো, সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় প্রবাসীদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা অপরিহার্য কর্তব্য। এটা যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির, তেমনই রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের। রেমিট্যান্স যোদ্ধাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমেই এগিয়ে যাবে আমাদের দেশ এবং জাতি।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব
ইমেইল : Mohammedtaizul211@gmail.com

প্রতিবেদন
ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব ‘কিছু কথা’

জাকির হোসেন চৌধুরী মুন্না, গ্রিস থেকে :

ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব বর্তমান সময়ে ইউরোপ তথা বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে এক আলোচিত নাম। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিক, কলামিস্ট, বঙ্গবীর ওসমানীর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সংগঠক তাইজুল ইসলাম ফয়েজ গ্রিসে আসেন। এখানে এসে তিনি দেখতে পান, দেশীয় রাজনীতির নামে নোংরামি ও আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশীরা রয়েছে অনেক পিছিয়ে। গ্রিসে বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস থাকলেও আসা-যাওয়া করেন না সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা। এতে করে গ্রিসের সাথে আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গ্রিসে নেই কোনো মিডিয়া, নেই কোনো প্রেসক্লাব, নেই কোনো পত্রিকা। গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সচেতন করে তুলতে এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সাংবাদিক সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "বঁৎড়নধহমষধহবংি২৪.পড়স" নামে নিউজ পোর্টাল, প্রিন্ট মিডিয়া হিসেবে সাপ্তাহিক ইউরো-বাংলা নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন এবং তিনি যুক্ত হন বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর ও অনলাইন কয়েকটি মিডিয়ার সাথে। এতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক সৃষ্টি হলে প্রয়োজন দেখা দেয় প্রেসক্লাবের। তখন দৈনিক ইত্তেফাক, মানবকণ্ঠ, অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখতেন সিনিয়র সাংবাদিক আরিফুর রহমান। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব গ্রিস। লিখতে যত সহজ বাস্তবতা অনেক কঠিন ছিল সেসময়ে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। গঠনমূলক কাজের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন গ্রিসে নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন, এনডিসি। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই তাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন রিয়াজুল ইসলাম কাওসার, এম আলী চৌধুরী, জাবের আহমদ, জুবায়ের আহমদ। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমিও তাদের সাথে যুক্ত হই। আমাদের প্রেসক্লাবের আয়োজনেই গ্রিসের ইতিহাসে বাঙালির কোনো আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়। আমাদের সেমিনারের বিষয় ছিল–‘প্রবাসীদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা : আমাদের করণীয়’। এ সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ ও স্মারকলিপির মাধ্যমে ১৫টি দাবি উপস্থাপন করা হলে সেমিনারে প্রধান অতিথি মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন, এনডিসি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। অনেক দাবি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। সেমিনারের পরবর্তীতে গ্রিসে বাংলাদেশ সরকারের যে কয়জন মন্ত্রী-সচিব এসেছেন এই দাবিগুলো প্রবাসীদের পক্ষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে সরাসরি উপস্থাপন করেছেন। যা ছিল আমাদের ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাবের এক অনন্য অর্জন।

সেমিনারের সংবাদ দৈনিক ইত্তেফাক, একুশে টেলিভিশন, এটিএন বাংলা, বাংলাদেশ প্রতিদিন, আমাদের সময়, মানবকণ্ঠ, বাংলা টিভি এবং জয়যাত্রা টেলিভিশনে লাইভ হয়েছে। সেমিনারে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে মান্যবর রাষ্ট্রদূতকে প্রবাসবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। গ্রিস সরকারের তথ্য মন্ত্রীকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

দল-মত-নির্বিশেষে গ্রিস প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব। বিপরীতে অনেকেই হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন প্রেসক্লাবের কার্যক্রম দেখে। যার দরুণ সংগঠনের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্রও পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে আমাদেরই একজন ‘জাবের আহমদ’ তার নিজের মেধা দিয়ে ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাবের একটি ওয়েবসাইট উপহার দেন আমাদেরকে। যা আমাদের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। করোনাকালীন সময়ে বিশ্বে সর্বপ্রথম ‘ইউরো-বাংলা সংলাপ’ নামে ভার্চুয়্যাল প্রোগ্রাম করে ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধশালী বিশ্ব মানবতাকামী দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ‘প্রবাসীদের প্রত্যাশা’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি মাইলফলক তৈরি হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমাদের প্রেসক্লাব বর্তমানে ২৭টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী সাংবাদিক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয় করে ৫৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করেছে যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব পৌঁছে যায়। আর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সংগঠনের ওয়েবসাইটের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এটা আমাদের প্রেসক্লাবের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছে। যে কেউ এই ওয়েবসাইট https://eurobanglapressclub.com-এ প্রবেশ করলেই পেয়ে যাবে প্রেসক্লাবের যাবতীয় কার্যক্রম। আমাদের স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা– সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা নিয়ে ইউরো-বাংলা প্রেসক্লাব তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ।